যুগান্তর

15 JAN 2001

ভর্তি ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে মতিঝিল মডেল স্কুলে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

যুগান্তর রিপোর্ট

ভর্তি ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে রোববার মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের অভিভাবকরা বিক্ষোভ করেছেন। সকালে অভিভাবকরা স্কুলের সবকটি গেট বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় ভেতরে ও বাইরে আটকা পড়ে শিক্ষার্থীরা। আতংকিত হয়ে পড়ে শিশুরা। বিক্ষোভের কারণে দিবা শাখার ক্লাস যথাসময়ে হয়নি। বিক্ষোভের মুখে কর্তৃপক্ষ ফি কমানোর আশ্বাস দিলেও খুশি হতে পারেননি অভিভাবকরা। অপরদিকে বিক্ষোভ করায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিন্নাত সুলতানা অভিভাবকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করেন।

অভিভাবকরা জানান, স্কুলে গত বছর ভর্তি ফি ছিল ১ হাজার ৮৫০ টাকা, যা এবার প্রায় ৪ গুণ বাড়িয়ে করা হয় ৬ হাজার ২৫০ টাকা। তাদের অভিযোগ, কোন ধরনের পূর্বঘোষণা বা আলোচনা ছাড়াই ফি বাড়ানো হয়েছে। আর এর ফলে সীমিত আয়ের অভিভাবকদের সন্তানদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বাসাবোর অভিভাবক তাসলিমা সুলতানা জানান, তার স্বামী একজন সরকারি চাকুরে। সব মিলিয়ে তাদের আয় দশ হাজার টাকার মতো। এভাবে ভর্তি ফি, বেতন ও অন্যান্য ফি বাড়ানোর কারণে তাদের সন্তানদের লেখাপড়া ও সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে। আরেক অভিভাবক বলেন, একজন অভিভাবকের যদি দুটি সন্তান স্কুলে ভর্তি হয় তবে তাকে ভীষণ সমস্যায় পড়তে হবে। মতিঝিলের এক শিক্ষার্থীর মা বলেন, এমন অনেকে আছেন যাদের আয় ৬ হাজার টাকার কম। তিনি কিভাবে টাকা দেবেন।

অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলে সারাবছরই নানা অজুহাতে ফি নেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া স্কুলের শিক্ষকদের কাছে কোচিং না করলে কিংবা প্রাইভেট না পড়লে শিশুরা পাস করে না। এক প্রকার তাদের স্কুলে জিম্মি করে ফেলা হয়েছে। এদিকে সকালে বিক্ষোভকালে স্কুলের ভেতরে প্রভাতী শাখার ক্লাস করতে আসা শিক্ষার্থীরা এবং বাইরে দিবা শাখার শিক্ষার্থীরা আটকা পড়ে। বিক্ষোভের কারণে দ্বিতীয় শিফটের ক্লাস যথাসময়ে শুরু হয়নি। শিশুরা এ সময় আতংকিত হয়ে পড়ে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কলেজের অধ্যক্ষ জানান, বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ফি বাড়ানো হয়েছে। অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তিনি অভিভাবকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এক্ষেত্রে অভিভাবকদের অসহিষ্ণুতা, অধৈর্য বিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যমূলক আচরণ তিনি মেনে নিতে পারছেন না। পরে ফি কমানোর আশ্বাস দেন তিনি।